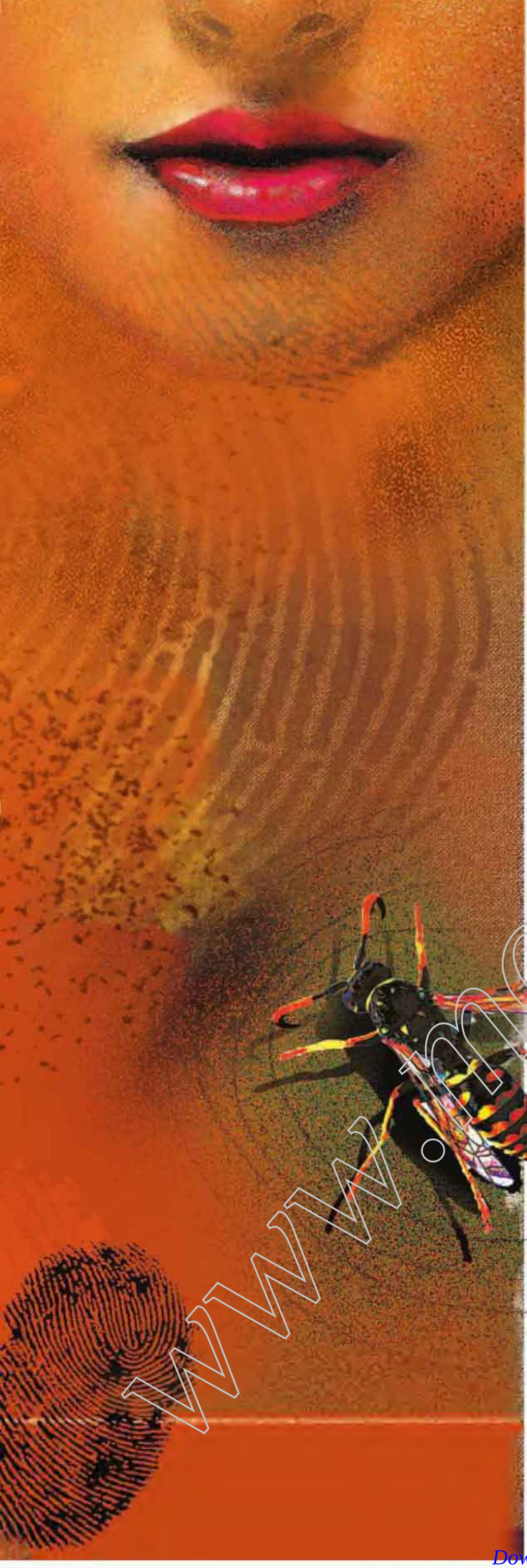

সোনার মাছি

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তনুর। কত বছর পর আজ আবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ও? কীভাবে চোখ রাখবে চোখে?

বুকের কাছে দুলতে থাকা সোনার লকেটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল তনু। এত বছর পরেও কেমন যেন হুল ফোটাল সোনার মাছির মতো দেখতে লকেটটা!

"মা তুমি এখানে? দেখো বাবা কী কাণ্ড করেছে?"

মিলুর কথায় পেছন ফিরে তাকাল তনু। মিলু ওর বড় মেয়ে। কলেজে পড়ায়। একটা ছেলে আছে। তবে ছোট। বছর ছয়েক বয়স। নাম মিশুক। খুব দুরন্ত। ছটফট করে সবসময়। তনুর কাছে নাতি হল জীবনের ভরকেন্দ্র। মিলুর বর রবীন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। খুব ব্রাইট ছেলে। দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

"কেন? কী হল আবার?" তনু জিজ্ঞেস করল।

মিলু হইহই করে উঠল, "আরে বাইরের লনে প্যান্ডেলটা দেখেছ? বাবা বলছে ওটা নাকি ছোট লাগছে। বড় করতে হবে। তাই গোটাটা আবার খোলাচ্ছে!"

"সে কী?" তনু অবাক হল।

মোহন এমন কাণ্ড করে মাঝে মাঝে! খুব বিরক্ত লাগে তনুর। লোকটা এত বড় বিজনেস চালায়। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে একদম ভুলভাল। কাল শিলুর বিয়ে। সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে। আর এখন কী না প্যান্ডেল খুলিয়ে আবার প্যান্ডেল করাবে!

আলিপুরে ওদের বাড়িটা খুব বড়। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড় বাংলো। সবুজ লন, পুল, টেনিস কোর্ট সব আছে। তাই শিলুর বিয়ের জন্য আর আলাদা করে কোনও ক্লাব ভাড়া করতে হয়নি! বিয়ের মণ্ডপ। অতিথিদের বসার জায়গা। ডি.জে.-র পোডিয়াম আর খাওয়ার জন্য আলাদা টেন্ট, সব এখানেই করা হয়েছে।

মোহনদের পারিবারিক ব্যবসা। পেট্রোলিয়াম বাই-প্রোডাক্টের বড় ফ্যাক্টরি আছে অসমে। তার সঙ্গে আবার নর্থ বেঙ্গলে চা বাগান আর ডায়মন্ড হারবারের কাছে পেপার মিলও আছে। উত্তরাধিকার সূত্রেই সব পেয়েছে মোহন। বলা যায় সোনার চামচ মুখে করেই জন্মেছিল ও। তাই যখন যা চাই তাই করতে হবে ধরনের একটা মানসিকতা রয়েছে ওর। কী দরকার লনের প্যান্ডেলটা বড় করার? গেস্টরা কি সবাই একসঙ্গে এসে বসবে নাকি? মোহন বরাবর এমন! কোনও কিছু চিন্তাভাবনা করে না!

তনু খুবই সাধারণ বাড়ির মেয়ে। মোহনের মতো কোটিপতির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোনো কথাই ছিল না ওর। কিন্তু কলেজের ফাংশানে মোহন ওকে দেখামাত্র যেন ঠিক করে নিয়েছিল ওকেই বিয়ে করবে! ছত্রিশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও মনে হয় সেদিনের ঘটনা। মোহন ওদের কলেজে নিজের বাবার সঙ্গে এসেছিল একটা প্রোগ্রামের গেস্ট হিসেবে। সেখানে তনুর নাচের ইভেন্ট ছিল।

তার সাত দিনের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। বাবা-মায়ের সঙ্গে ও নিজেও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এত বড় বাড়িতে ওর বিয়ে! কিন্তু খুব দ্রুতই বিয়েটা হয়েছিল। আর

www.monersathe.com

Downloaded from: www.monersathe.com

এখন দেখো, কীভাবে যেন কেটেও গেল তিন, তিনটে যুগ!
মোহন বেশ খামখেয়ালি। তবে তনুকে ভালবাসে খুব। অভাব রাখেনি কিছুরই। দুই মেয়ে, এক ছেলে সমেত মোহন সম্পূর্ণ এক রূপকথার সংসার দিয়েছে তনুকে। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে তনুর জীবনে। আর সেই ফাঁক দিয়ে এখনও যাতায়াত করে ওর সেই ষোলো বছর বয়সটা। যাতায়াত করে বেলঘরিয়ায় ওদের ছোট গাছ ঘেরা পাড়া, বাঙাল কলোনি, ছাতিম বিল আর অদ্ভুত গাছে-ঘেরা ফিঙে!
বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা দোতলা বাড়ির জানলা খুলে যায় আজও। সজনে গাছের ডালে এসে বসে বুলবুলি। কোথায় যেন শিস শুনে এখনও একটা মেয়ে ছুটে যায় লাল মেঝের সেই বারান্দাটায়!

"মা চলো। বারণ করো বাবাকে। তোমার কথা ছাড়া তো আর কারও কথাই শোনে না।" মিলু অধৈর্য হয়ে বলল আবার।
তনু জিজ্ঞেস করল, "চরণদা গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট গেছে কি? বিলু তো আসবে। সময় মতো না পৌঁছলে...."
"অনেকক্ষণ চলে গেছে।" মিলু বলল, "আর শুধু তো ভাই নয়, মাসিও তো..."
"হ্যাঁ।" নিজের অজান্তেই আবার কেঁপে উঠল তনু।
মিলু বলল, "ভাগ্যিস ভাই জোর করে ধরে আনছে। নাহলে কি মাসি আসত? আমার বিয়েতেও তো আসেনি! কীসের এমন রাগ তোমার দিদির? জানি না সবাইকে ছেড়ে ভাইকে কেন এত ভালবাসে!"
সত্যি, বিলুকে দিদি ভালবাসে খুব। বিলু ডক্টরেট করেছে আমেরিকায়। সেখানেই দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করে ও। আর কী অবাক, যে দিদি সরে সরে থাকে সবার থেকে, সে-ই যেন সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে বিলুকে। তনু জানে, বিলু জোর না করলে শিলুর বিয়েতেও আসত না দিদি।
তনুর বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে উঠল।

সেই সজনে গাছের ডাল থেকে উড়ে গেল বুলবুলি আর তার জায়গায় এসে বসল মনখারাপের চারটে তিড়িং-বিড়িং চড়াই! দিদিকে শেষ দেখেছে সেই বছর পনেরো আগে বাবার মৃত্যুর সময়। তাও কথা বলেনি বিশেষ। চুপচাপই ছিল দিদি।
আচ্ছা, আজও কি তেমনই আছে?
বুকের লকেটটা আবার চেপে ধরল তনু। এত বছর একটা পাথর বুকে করে ঘুরছে ও। এবার, এটা নামিয়ে দেবে বুক থেকে! এবার তেতাল্লিশ বছর আগের সত্যিটা ও বলে দেবে দিদিকে!

১৯৭০। বেলঘরিয়া

১

দুপুরগুলো কেমন যেন একলা ঘুঘুর মত লাগে তনুর। দূরে ভাঙা মন্দিরের সামনের বড় ছাতিম গাছটার নীচে এক ঝাঁক ঘুঘুকে রোজ এই সময়টায় দেখা যায়। ওদের দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে বালিশে বুক চেপে অঙ্ক খাতা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন কে জানে চোখে জল চলে আসে ওর! মনে হয় সব বৃথা। এই সময়, এই রোদ, ওই দূরের সায়র আর টিট্টি টিট্টি পাখির ডাক, সব সব বৃথা।
আজও তেমনই মনে হচ্ছে তনুর। আর খালি জল এসে যাচ্ছে চোখে। সামনের খোলা খাতাটার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে। ক্যালকুলাসের চিহ্নগুলো যে সেই একজনের স্পর্শ বহন করছে!
খাতাটা ভাঁজ করে চিৎ হয়ে শুল তনু। ও জানে এই মনখারাপের কোনও প্রতিকার নেই। কারণ যার জন্য ওর মনখারাপ, সে ওর নয়। কোনওদিন হবেও না!
"কী রে খাতা গুটিয়ে রাখলি যে!" কুটু এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।
মেয়েটা খুব ভাল। তনুর বেস্ট ফ্রেন্ড। সেই জ্ঞান হওয়ার থেকে দুজনের ভাব। একসঙ্গে ছোট স্কুল থেকে এই এখন ক্লাস ইলেভেন অবধি একসঙ্গে পড়ছে! ওদের পাড়াতেই থাকে কুটুরা। তবে পাড়ার অন্য মাথায়। কুটুর বাবা পুলিশের এস.আই.। এমনিতে এলাকায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিসেবে নাম থাকলেও তনুর কিন্তু মলয়কাকুকে কোনোদিনও রাগি মনে হয়নি!
তনু বলল, "এই তোর দু'মিনিটে ঘুরে আসা হল?"
কুটু হাসল, "কী করব? ভাবলাম এক দৌড়ে গিয়ে খাতাটা নিয়ে আসব। কিন্তু বাড়ি যেতেই ঝামেলায় পড়লাম। বাবা মায়ের ঝগড়া আমি ছাড়া আর কে থামাবে বল?"
"ঝগড়া?" তনু উঠে বসল।
কুটু মাথা নাড়ল, "আর বলিস না! মা যা টেনশন করে না! কে যেন বলেছে নকশালরা বাবাকে মারবে বলে হুমকি দিয়েছে। সেই শুনে মা বাবাকে কাজেই বেরতে দেবে না বলছে!"
"তাই? সত্যি হুমকি দিয়েছে?" তনু অবাক হল।
"হ্যাঁ। আগেও তো দিয়েছে। তাতে বাবা ভয় পেয়েছে নাকি? বাবা বলে মুক্তির দশক বলে চেঁচিয়ে ভয় দেখালেই কি ভয় পেতে হবে?"
"তাও..." তনু কী বলবে বুঝতে পারল না।
"নিলয়দাকে বলিস সাবধানে থাকতে। বাবা বলছিল ওর নাকি খুব বাড় বেড়েছে।"
আচমকা নিলয়ের নামটা শুনে তনুর মনে হল কে যেন ওর শিরদাঁড়া দিয়ে এক মুঠো বরফ গড়িয়ে দিল।
ও বলল, "আ-আমি কেন বলতে যাব? দিদি বললে বলবে।"
কুটু খেয়াল করল না যে তনুর মুখে ক্ষণিকের জন্য পদ্মের পাপড়ির রঙ এসে গিয়েছিল।
"না বাবা, দিদিকে কে বলতে যাবে? তোকে এসে মাঝে মাঝে তো অঙ্ক দেখিয়ে দিয়ে যায় নিলয়দা। তখন বলে দিস। এইসব নকশাল-টকশাল যেন আর না করে! বাবা বলছিল ওকে নাকি ওয়াচ করা হচ্ছে!"
বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তনুর। মনে হল কিছু একটা আটকে গেছে। নিলয়কে পুলিশ ওয়াচ করছে! কেন?
নিলয় বাবার ছাত্র ছিল। বাবা ফিজিক্স পড়ায় কলকাতার একটা নাম করা কলেজে। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে নিলয়ও পড়তে আসত বাবার কাছে। পাশ করার পর বাকিরা ছিটকে গেলেও নিলয় কিন্তু বাবার সঙ্গে আর এই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করেনি। এখন একটা স্কুলে নিলয় নিজে ফিজিক্স পড়ায়।

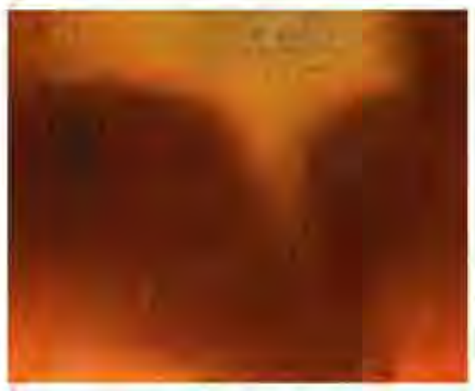

দিদিকে শেষ দেখেছে বছর পনেরো আগে বাবার মৃত্যুর সময়। তাও কথা বলেনি বিশেষ। চুপচাপই ছিল দিদি।

www.monersathe.com

Downloaded from: www.monersathe.com

বাবা খুব পছন্দ করে নিলয়কে। কিন্তু মা খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। তার কারণ দিদি।
তমালিকা মানে তামি তনুর চেয়ে ছ' বছরের বড়। গম্ভীর, কম কথা বলা মেয়ে। যেন ঋত্বিক ঘটকের ছবির নায়িকা। তনু জানে দিদিকে দেখতে ওর থেকে অনেক ভাল। রাস্তায় বেরলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কেউ দিদিকে অ্যাপ্রোচ করে না। কেমন যেন একটা আগুনের পরিখা দিয়ে দিদি ঘিরে রেখেছে নিজেকে।
কী করে যে নিলয় সেই পরিখাটা পার করল কে জানে!
কুটু আবার বলল, "না না তুই বলবি। তোর বলতে আপত্তি কোথায়?"
তনু বিরক্ত হল এবার, "তোর এত ইন্টারেস্ট কেন বল তো? আর কাকু কার সঙ্গে কী কথা বলছে সেসব কান পেতে শুনিস?"
"বেশ করি শুনি," কুটু জেদি গলায় উত্তর দিল, "আমার ভাল লাগে নিলয়দাকে তাই বলছি!"

স্নানের ঘরে নিজেকে ভাল করে দেখে তনু। ভাবে, কোথায় কম ও? তবু কেন নিলয় তাকায় না ওর দিকে?

"মানে?" তনু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কুটুর উত্তরের আগেই নীচের থেকে মায়ের গলার চিৎকার শুনল একটা। তনু দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিড়ির কাছে।
ওর পেছন পেছন কুটুও এল।
শুনল, মা বলছে, "এ কী করেছিস? এটা কী করে এসেছিস রাক্ষসী?"
সিঁড়ির এই ওপরটা থেকে ওদের উঠোন আর বাড়িতে ঢোকার দরজাটা দেখা যায়। তনু দেখল সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তামি।
ও চোখের পাতা ফেলতে পারল না। পেছনে দাঁড়ানো কুটুর বিস্মিত মুখটাও যেন মাথা না ঘুরিয়ে দেখতে পেল ও। মা চিৎকার করছে এখনও। কিন্তু তনুর যেন কিছুই কানে ঢুকছে না! ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে তামিকে। কোমর অবধি এক ঢাল চুল একদম মুড়িয়ে ছেলেদের মতো করে কেটে এসেছে! কেন? কেন এমন করল মেয়েটা?
তনু দেখল তামিকে কেমন যেন শীতকালের বিরল-পত্র গাছের মতো লাগছে!

২

দু'দিন হয়ে গেল তামি খাবার খাচ্ছে না! ঘরের ভেতর থেকে বেরলেও কথা বলছে না কারও সঙ্গে। ঠোঁট টিপে, মাথা নিচু করে রয়েছে।
আজ সকাল অবধি মা খুব আজেবাজে কথা বলেছে তামিকে। নানারকম খোঁটাও দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তামিকে টলানো যায়নি!
কিন্তু এই সন্ধেবেলাতেও তামি কিছু খাচ্ছে না দেখে মা ভয় পেতে শুরু করেছে। তনুকে বলছে যেন তামিকে গিয়ে খেতে বলে।
তনু যায়নি। যাবেও না। কেন যাবে ও? তামি তো বরাবর বাবা মায়ের ফেভারিট মেয়ে। দেখতে অত সুন্দর। পড়াশুনোয় অমন স্কলার! অত ভাল গান করে! আর তনু? মায়ের চোখে যেন ওর জন্য খুঁত বের করার যন্ত্র লাগানো রয়েছে। রেগে গেলেই মা বলে, "ছেলে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু কোত্থেকে যে তুই এলি! আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলি একদম!"
ঠিক আছে। ও নাহয় হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে এত বছর। এবার দেখো, তোমাদের আদরের বড় মেয়ে কী কী জ্বালিয়ে খায়!
আর তামিরও বলিহারি! এত্ত প্রেম! বাব্বা! ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়!
মনে মনে খুব মুখ বেঁকিয়েছে তনু। সব ভাল জিনিস যেন দিদির সঙ্গেই হতে হবে! এমন কী নিলয় পর্যন্ত দিদির! এটা মানতেই পারে না ও!
স্নানের ঘরে নিজেকে ভাল করে দেখে তনু। ভাবে, কোথায় কম ও? তবু কেন নিলয় তাকায় না ওর দিকে? ভাবে একদিন যদি সুযোগ পায়, তবে দেখিয়ে দেবে আদর করতে ও কত ভাল জানে!
না, কোনও ছেলেকে আদর করার সুযোগ তনুর হয়নি। তবে চুমু জিনিসটা কী? খেতে কেমন? সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে কুটুর ওপর।
কুটু প্রথমে আপত্তি করেছিল তীব্রভাবে। বলেছিল, "ছিঃ, মেয়েরা মেয়েরা এমন করে নাকি? তুই পাগলি?"
তনু বলেছিল, "আঃ, এটা তো এক্সপেরিমেন্ট। ব্যাঙ কাটিস না বায়োলজিতে? তবে? এটাও তেমন একটা। শোন, দুজনেই বুঝতে পারব জিনিসটা কেমন। খেতে কেমন লাগে? কীভাবে খেতে হয়!"
ঘটনাটা ঘটবার পরে কুটু লাল হয়ে গিয়েছিল একদম। নিজের বুকের কালি ঠাকুরের ছবিটা তনুকে দিয়ে ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে এটা যেন কেউ কোনোদিনও জানতে না পারে।
তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা সেসব হবে। এখন আমি কেমন পারফর্ম করলাম সেটা বল! তোর আর কিছু ইচ্ছে করছিল?"
কুটু কোনোমতে বলেছিল, "বাজে বকবি না! তুই এত অ্যাগ্রেসিভ কেন?"

তনু জানে, ওর ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। আর নিলয়কে দেখলে, ওর শিসের শব্দ শুনলে, আগ্নেয়গিরির ভেতরের লাভাটা ফুটতে থাকে। মনে হয় জ্বালামুখ ফেটে সবটা বেরিয়ে যাক!
কিন্তু নিলয় তো অন্ধ। যেদিন যেদিন অঙ্ক দেখাতে আসে, কত রকম ইঙ্গিত করে তনু। অল্প স্পর্শ, ঝুঁকে বসা, এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা! কী না করে! কিন্তু ও তো বোঝেই না! তামিকে ছাড়া যেন জানে না কিছুই!
মা পছন্দ করে না নিলয়ের আসা। কিন্তু বাবার জন্য বারণও করতে পারে না। মাঝরাতে বাবা মায়ের মধ্যে এই নিয়ে ছোট্ট তর্কও শুনেছে তনু। বাবা হেসেছে শুধু। বলেছে, "আরে প্রেম করার এটাই তো বয়স! পরে প্রেমের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে যখন, আর ওসব করবে না।"
মা তাই নিজের উদ্যোগেই একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছিল। পাত্র সাহাগঞ্জের নামকরা বড় টায়ার কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার। ভাল আয়। বিদেশেও যায় মাঝে মাঝে। মায়ের ভাষায় সবদিক দিয়ে সোনার পাত্র যাকে বলে!
গত পরশু এই সোনার পাত্রটির বাড়ি থেকে লোকজন এসেছিল। আর সেইজন্য তার আগের দিন বিদ্রোহ করে তামি কেটে ফেলেছিল নিজের মাথার চুল।
ছেলের মা তো তামিকে দেখে কথাই বলতে পারেননি প্রথমে। তারপর

www.monersathe.com
Downloaded from: www.monersathe.com

বলেছিল, "শুনেছিলাম যে কোমর ছাপানো চুল। এতো ব্যাটাছেলেদের মতো করে কাটা!"
তামি বলেছিল, "মেয়েছেলে-ব্যাটাছেলে-এভাবে বলতে নেই। অশিক্ষা বোঝায়।"
পাত্রটির বাড়ির লোকজন এর পরে আর শিক্ষার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বেশিক্ষণ বসেনি। আর ওরা চলে যেতেই মা শুরু করে দিয়েছিল চিৎকার। এমন কী এক ঘা বসিয়েও দিয়েছিল তামির পিঠে! তামি কিছু করেনি। শুধু অনশন শুরু করেছে সেদিন থেকে!
নিলয় আর তামির সম্পর্কটা বেশ কয়েক বছরের। তখন কিন্তু নিলয়কে তেমন চোখে দেখত না তনু। কিন্তু ইদানীং, কী যে হয়েছে ওর! নিলয়কে দেখলেই, ওর শিস দিয়ে গান শুনলেই শরীরটা কেমন যেন করে তনুর! তামিকে হিংসে হয়! মনে হয়.... মনে হয়.... কী যে মনে হয় সেটা যেন নিজেই বুঝতে পারে না!

আজ রাতে বাবা আসামাত্র মা হাউমাউ করে বলল, "আমি চলে যাব এবার বাড়ি ছেড়ে। তুমি আর তোমার আদরের মেয়েরা থেকো। আমি তো দাসিগিরি করার জন্য এসেছি এ বাড়িতে। ঠিক আছে। না হয় পরের বাড়ি বাসন মেজেই খাব।"
বাবা মায়ের স্বভাব জানে। জানে বাড়িয়ে বলতে মায়ের মতো দক্ষ আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে বাবা তো বলে, "কে বলে পুনর্জন্ম হয় না? গোয়েবলস মরে তোদের মা হয়ে এসেছে।"
মায়ের কথা শুনে বাবা উত্তেজিত হল না মোটেই। তনুকে ডেকে বলল, "যা তো রে মা, তোর দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়।"
তনুর ইচ্ছে করছে না যেতে। কিন্তু তাও গেল। বাবা কিছু বললে না করতে পারে না যে!
তামির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ও জানলা দিয়ে বলল, "দিদি, প্লিজ বাইরে আয়। বাবা ডাকছে।"
একটু সময় নিয়ে দরজা খুলল তামি। চোখ মুখ শুকনো। তনুর মনে হল, ঠাশ করে একটা চড় মারে! ন্যাকা! অত যখন প্রেম তখন বাড়ি থেকে পালালেই তো হয়!
তামি ঘরে ঢুকতেই মা লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা বাধা দিল। বলল, "তুমি চুপ করে বসো। দু'জনে যা শুরু করেছ লাস্ট দুদিন ধরে!" তারপর তামিকে বলল, "এভাবে কতদিন চলবে মা? এমন করে কেউ?"
তামি ছোট করে বলল, "যতদিন মা চাইবে..."

সন্ধেবেলা টিউশনে পড়ে বাড়ি ফিরছিল তনু। আচমকা শামু এসে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে।

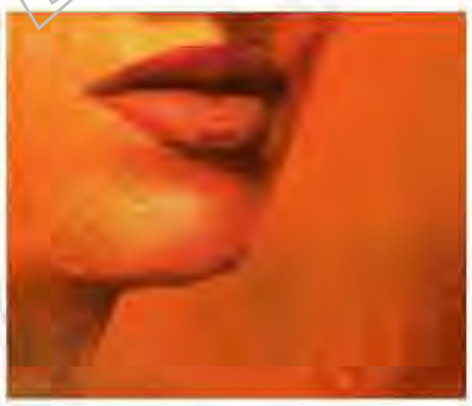

"তবে রে..." মা তেড়ে গেল এবার।
"বসো," বাবা ধমকে মাকে বসাল, তারপর তামিকে বলল, "কাল আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়। পড়াশুনো তো বন্ধ করে দিয়েছিস। আর, নিলয় আসবে। ও এসে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে নেবে। তবে...."
তামি মুখ তুলল।
বাবা বলল, "জানিস তো নিলয় নকশাল করে। পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। অনিশ্চিত জীবন। এমন ছেলের সঙ্গে সুখী হবি তো?"
মা এই ফাঁকে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাল নিলয় আসবে মানে?"
বাবা গম্ভীর গলায় বলল, "মানে, ও আসবে। আমাদের অনুপস্থিতিতে ওর সঙ্গে তুমি কথা বলে, ওকে কেন তোমার অপছন্দ সেটা সর্ট করে নেবে। আর তোমার ওকে যা বলার বলবে। রোজ রোজ বাড়িতে এসব ভাল লাগে না আমার। বুঝেছ?"
মা বলল, "তুমি এ কী বলছ? অমন একটা ছেলের সঙ্গে...."
"বললাম তো, ওর সম্বন্ধে তোমার আপত্তিগুলো ওকে বলবে। ওর রাজনীতি নিয়ে তোমার প্রবলেম থাকলে সেটাও বলবে। বাড়িতে আমরা থাকব না। কথা বলে নেবে। জীবনটা তামির। তাই আমার মনে হয়, শেষ কথাটা ওরই বলার অধিকার আছে।"
মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। বাইরের দরজাটায় কেউ জোরে ধাক্কা দিচ্ছে! তনুর বুকটা ঢিপ করে উঠল। রাত হলেই আজকাল সব কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে যায়! দূরে বোমার শব্দ হয়। কোথায় যেন গুলি চলে।
বেলঘরিয়ার এই নিমতা জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন আর গাছপালায় মোড়া। একটু ফাঁকাই। আর আজকাল যেন আরও শুনশান হয়ে গেছে! তাই আচমকা এমনভাবে দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে একটু ঘাবড়েই গেল তনু।
বাবা গিয়ে খুলে দিল দরজাটা। আর ঘরের ভেতর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল ডিকো। কুটুর ভাই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে!
ডিকো বলল, "বাবা.... বাবাকে গুলি করেছে ওরা! দু'জন কনস্টেবল মারা গেছে... আর বাবা হাসপাতালে। কাকু তোমায়..."

Downloaded from: www.monersathe.com

বাবা আর সময় নষ্ট করল না। দ্রুত আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে বলল, "চল তাড়াতাড়ি।"

মা বলল, "তবেই বোঝো! এদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে তুমি?"

তনু দেখল তামি মাকে দেখছে। আসলে দেখছে না। দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে মায়ের গোটা শরীরটা!

৩

সকাল থেকেই পাড়া থমথম করছে আজ। তার মধ্যেই মায়ের বারণ না শুনে বাবা বেরিয়ে গেল তামিকে নিয়ে। এখন গরমের ছুটি চলছে। কিন্তু তাও তামিকে নিয়ে একজন প্রফেসরের কাছে গেছে বাবা। এখন সময়টাই এমন যে রোজ স্কুল-কলেজ হয় না। পরীক্ষাগুলোও মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয়ে যায়। কিন্তু বাবা চায়, তামির পড়ায় যেন কোনোরকম ফাঁক না থাকে। মাস্টার ডিগ্রির পরে, তামিকে বিদেশ পাঠাতে চায় বাবা।

তনুর জন্য সেসব কোনও প্ল্যান নেই বাবার। আসলে তনু তো তেমন ভাল নয় লেখাপড়ায়। ওর পড়াশুনো করতে ভালই লাগে না। নাচ গানই ওর আসল পছন্দ। আর তার সঙ্গে ফিল্মের পোকা তনু। স্বরূপ দত্তকে যে কী ভাল লাগে! আর ভাল লাগে শশী কপূরকে! একবার হাসলেই একটাকা চার আনার এক টাকাই উঠে আসে!

এই গরমের ছুটির দুপুরে অঙ্ক করতে বসে মাঝে মাঝে শশী কপূরের কথা চিন্তা করে তনু। ভাবে নিলয়ের হাসিটা একদম শশী কপূরের মতো!

আজ বাড়ি থেকে বেরবার আগে বাবা মাকে বলেছিল, "মাথা গরম করবে না। ছেলেটা ভাল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের বাইরেও কাজ আছে। আর মানুষ ভাল হওয়াটা বেশি জরুরি, কেমন?"

ভাল মানুষ! শব্দটা আজকাল কেমন যেন লাগে তনুর! চারিদিকে এমন কাটাকাটি, মারামারির মধ্যে ভাল আর খারাপটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! গত বছর দেড়েক-দুয়েক মানুষের যে কী হয়েছে! বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস! কেড়ে নিতে হবে! বুর্জোয়া! চিনের চেয়ারম্যান! চারিদিকে কত নতুন সব শব্দবন্ধ। তনুর কেমন যেন গুলিয়ে যায় পুরোটা!

ওদের পাড়ার ব্রিলিয়ান্ট ছেলে সঞ্জিতদা নাকি নকশাল। রেল লাইনের পাশে একদিন ওর গলা কাটা শরীরটা পাওয়া গেল। পাড়ার সবাই সেদিন গিয়েছিল ওদের বাড়িতে! তবে কানাঘুষোয় শুনেছে সঞ্জিতদা নাকি কোনও এক পুলিশের কনস্টেবল আর একটা নিরীহ ছেলেকে কুপিয়ে খুন করেছিল! স্কুলে যাওয়ার পথে তনু পোস্টার দেখে। তাতে লেখা মুক্তির দশক! কীসের মুক্তি? কার মুক্তি? ওর ভাল লাগে না কিছু। চোখ বন্ধ করে কেবল নিলয়কে দেখতে চায়। কিন্তু দেখে ওইসব পোস্টারের ভেতর থেকে উঁকি মেরে হাসছে শশী কপূর!

আজ সকাল থেকেই মাথাটা হিজিবিজি হয়ে আছে! গতকাল অনেক রাতে বাবা ফিরেছিল। মলয়কাকু নাকি এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে।

মলয়কাকুরা সন্ধেবেলা বিরাটির দিক দিয়ে ফিরছিল। মাঝে অনেকটা ফাঁকা, গাছপালাময় রাস্তা। সেখানেই চারজনের একটা দল এসে আক্রমণ করে মলয়কাকুদের। দুজন কনস্টেবল সেখানেই মারা যায়। মলয়কাকুর পেটেও সিভিয়ার ইনজুরি হয়েছে। মাথাতেও গভীর ক্ষত! ওরা ভেবেছিল মলয়কাকু মারা গেছে। তাই ফেলে রেখে চলে যায়। বাবা এসে

Downloaded from: www.monersathe.com

বলেছে, মলয়কাকুর অবস্থা খুব খারাপ। আজ সকালে কুটুর কাছে গিয়েছিল তনু। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে একদম পাগলের মতো হয়ে গেছে। ও যেতেই কুটু বলেছিল, "দেখবি আমার বাবাকে যে মেরেছে তার কী হয়! ওরা কী ভেবেছে মানুষকে মেরে মানুষের জন্য কাজ করবে? আমি যদি একবার জানতে পারি না কে মেরেছে..."

তনু জানে এসবই রাগের কথা। কষ্টের কথা। ওদের মতো মেয়েরা কী আর করতে পারে!

তবে তনু বেশিক্ষণ থাকেনি কুটুদের বাড়ি। এইসবের মধ্যেও ওর মন পড়েছিল বাড়িতে। খালি মনে হচ্ছিল নিলয় আসবে আজ। আর বাড়িতে তো মা আর কাজের মেয়ে ঝুমাদি ছাড়া কেউ থাকবে না!

এসব কি অন্যায় চিন্তা? প্রিয় বান্ধবীর যেখানে এমন বিপদ সেখানে কি এসব চিন্তা পাপ? জানে না তনু। ও শুধু জানে এক আগ্নেয়গিরির কথা। জানে নিলয়ের জন্য বাকি পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ!

মা অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশি গম্ভীর হয়ে আছে। নিজের মনে গজগজ করে চলেছে। বলছে, এমন বাপ জন্মে দেখিনি যে মেয়ের ভাল চায় না! কোথাকার কে একটা ছেলে। সামান্য স্কুল মাস্টারি করে। নকশাল বলে সন্দেহ করে লোকে। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই! তার সঙ্গে ওকে কথা বলে সন্ধি করতে হবে? এমন সোনার মতো মেয়ে, তার কপালে কী না এমন একটা বাউন্ডুলে এসে জুটবে! অল্প বয়সে মেয়েরা একটু রোম্যান্টিক থাকে। এইসব বাজে বকা, বড় বড় বুলির ছেলেদের দেখে সত্যি মিথ্যে গুলিয়ে ফেলে প্রেমে পড়ে! তা বলে সেসব কথা শুনে এইসব নচ্ছারগুলোকে জামাই করতে হবে!

তনু জানে মা সহজে মানবে না। জানে নিলয় এলে ওকে অপমান করবে। করুক, অপমান করুক। দিদির জীবন থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিক ওকে। তারপর ওর কাছে যাবে তনু। ও দিদির মতো নয় যে নিজের চুল কাটবে। নিজে না খেয়ে সত্যাগ্রহ করবে। ও সোজা বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। মায়ের গয়নার বাক্সটা নিয়ে সোজা পালিয়ে যাবে নিলয়ের সঙ্গে!

দরজা খোলার শব্দটা ওপর থেকেই পেল তনু। ঝুমাদি ওদের বাড়িতে কাজ করে। দরজাটা ঝুমাদিই খুলেছে।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল তনু। সিঁড়ির ওপর থেকেই নিলয়কে ঢুকতে দেখেছে ও।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। তনু দেখল নিলয়কে দেখে মায়ের মুখটা উচ্ছে খাওয়ার মতো হয়ে

সকাল থেকেই পাড়া থমথম করছে আজ। তার মধ্যেই মায়ের বারণ না শুনে বাবা বেরিয়ে গেল তামিকে নিয়ে।

www.monersathe.com

Downloaded from: www.monersathe.com

গেল যেন। আর নিলয়কেও আজ কেমন যেন লাগছে দেখতে! অন্যমনস্ক। উশকোখুশকো। চোখ লাল।
তনু জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি শরীর খারাপ নিলয়দা?"
"অ্যাঁ?" নিলয় কী যে বলবে যেন ঠিক বুঝতে পারল না।
মা বলল, "তুমি ওপরে তনুর ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি একটু পরে।"
নিলয় ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একটু। তারপর তনুর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে।
তনুদের এই বাড়িটা বেশ পুরনো। ঠাকুরদার তৈরি করা। দোতলা হলেও বাড়িটা খুব একটা বড় নয়। ওপরে দুটো ঘর। একটায় বাবা মা থাকে আরেকটায় দুই বোন।
নিজেদের ঘরটায় নিলয়কে বসাল তনু। নিলয় বিছানায় বসে কাঁধের ঝোলাটাকে কেমন যেন আঁকড়ে ধরে জানলার দিকে তাকাতে লাগল।
তনু এগিয়ে গেল নিলয়ের দিকে। তারপর আচমকা নিলয়ের চুলের ভেতর হাত ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার?"
এই স্পর্শে বেশ ঘাবড়ে গেল নিলয়। একটু পিছিয়ে গেল। বলল, "ক-কী করছ? আমি... মানে... পুলিশ..."
উত্তরে কিছু বলতে যাবে এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে আসা একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল তনু। ও মুখ ঘুরিয়ে দেখল- ঝুমাদি! চোখ মুখই বলে দিচ্ছে কিছু একটা হয়েছে!
"কী হয়েছে?" তনু উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।
ঝুমাদি বলল, "পুলিশ আসছে। পাড়া ঘিরে ধরেছে। কোম না কী যেন..."
কোম্বিং! এই পাড়ায়! তনু দ্রুত তাকাল নিলয়ের দিকে। দেখল, নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে নিলয়।
ঝুমাদি নিলয়কে বলল, "তুমি যাও তো। মা বলছে তোমাকে চলে যেতে।"
নিলয় ধরা গলায় বলল, "কোথায় যাব? এই অবস্থায় কোথায় যাব আমি?"
ঝুমাদি বলল, "বাবু সরকারি কলেজে পড়ায়। তুমি তো নকশাল কর। এই বাড়ি থেকে তোমায় ধরলে বাবুর কি আর চাকরি থাকবে? যাও তুমি। বেরোও।"
"ঝুমাদি!" তনু জোর গলায় বলল এবার, "নীচে যাও তুমি। কিছু হবে না! যাও। পুলিশ বাড়ি সার্চ করতে এলে করুক।"
"মানে? কী হবে?" নিলয়ের গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না।
তনু তাকাল নিলয়ের দিকে। বলল, "এই সাহস নিয়ে মুক্তির দশক আনবে? তোমরা কি সত্যি মেরেছিলে মলয়কাকুকে?"
"না, আমি মারিনি, সত্যি বলছি..." নিলয় কী করবে বুঝতে পারল না।
তনু ভেবে নিল এক মুহূর্ত। তারপর ঝুমাদিকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল নীচের দিকে। বলল, "যদি আসতে চায় ওপরে আসতে দেবে। যাও এখন।"
ঝুমা চলে যেতেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল তনু। তারপর নিলয়কে বলল, "খাটের নীচে দুটো ট্রাঙ্ক আছে। ওর পেছনে লুকিয়ে পড়। একদম চুপ করে থাকবে। কথা বলবে না। যা করার আমি করব। বুঝেছ?"
নিমেষে খাটের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল নিলয়। একবার দম নিল তনু। তারপর দ্রুত হাতে শাড়িটা খুলে ফেলল।
নীচে পুলিশের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শায়াটাকে আলগা করে বুক অবধি উঠিয়ে এবার ব্লাউজটা খুলে ফেলল তনু। চুলের গার্ডারটা টেনে খুলে এলো করে দিল চুলটাকে।
আর ঠিক তখনই দরজা ধাক্কানোর শব্দ হল, "দরজা খুলুন তাড়াতাড়ি।"
সময় নিল তনু।
আবার গলাটা বলল, "কী হল, খুলুন দরজা।"
"দাঁড়ান একটু।" গলাটা স্বাভাবিক রেখে বলল তনু। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা।
অল্প বয়সী একজন পুলিশ। মুখটা গম্ভীর। কিন্তু তনুকে ওই অবস্থায় দেখেই কেমন যেন ঘাবড়ে গেল।
তনু শায়াটাকে কোনওমতে বুকের কাছে ধরে বলল, "আমি স্নানে যাব। আপনারা এসেছেন কেন?"
"আমরা? আমি?" পুলিশটা তোতলাতে লাগল। তনু বুঝল ছেলেটা ওর বুকের দিকে তাকাতে না চাইলেও তাকিয়ে ফেলছে। চোখ মুখ লাল।
তনু বলল, "কিছু খুঁজছেন? ভেতরে আসবেন?"
"ভে-ভেতরে?" পুলিশটা ঢোক গিলল। তারপর বলল, "দরজা ভাল করে বন্ধ করে রাখুন। একটা ক্রিমিনাল ঢুকেছে। কাল দুজন পুলিশ মার্ডার হয়েছে। আর একজন আহত। তাই... ইয়ে..."
"তাই?" তনু চোখ বড় বড় করল।
পুলিশটা ঠোঁট চেটে বলল, "আপনি দরজাটা ইয়ে... আমি আসি।"
দরজাটা বন্ধ করে একটু দাঁড়াল তনু। ঠোঁটে হাসি। সিঁড়িতে বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ও আলতো করে ডাকল, "নিলয়দা, বেরিয়ে এসো।"
একটু সময় নিয়ে বেরল নিলয়। চোখ মুখ ভিতু বিড়ালের মতো লাগছে। সারা শরীর ভয়ে পুরো সাদা হয়ে গেছে ছেলেটার! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তনুকে ওই অবস্থায় দেখে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল নিলয়। বলল,"থ্যাঙ্কস তনু। তুমি যা করলে... এখন.... শাড়ি পরে নাও..."
"তাই?" তনু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নিলয়ের দিকে।
"কী করছ তনু?" নিলয় ঢোঁক গিলল।
"দেখছি তুমি সত্যি কত বড় বীর?"
কথাটা বলে নিলয়ের চোখে চোখ রেখে বুকের কাছে ধরে রাখা শায়াটা ছেড়ে দিল তনু।

তনু জানে মা সহজে মানবে না। জানে নিলয় এলে ওকে অপমান করবে। করুক, অপমান করুক।

৪

বাগানে একটা বড় বোলতার চাক হয়েছে। কাঁঠাল গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটার ভাঁজে উল্টোনো কড়াই-এর মতো হয়ে আছে চাকটা। মাঝে মাঝে কয়েকটা বোলতা ওড়াউড়ি করছে। ঠিক যেন সোনার তৈরি মাছি!
সেইদিকেই তাকিয়েছিল তনু। সামনে বই খোলা। কিন্তু পড়তে পারছে না একটুও। মনটা অস্থির হয়ে আছে। খালি ভাবছে কখন তামি বেরবে বাড়ি থেকে আর কখন ও যাবে সেখানে!
তামি কলকাতায় যাচ্ছে কদিন হল। স্পেশাল কোচিং নিচ্ছে। বাবা ভর্তি করে দিয়েছে। আর সেদিনের ঘটনার পরে তামি আর নিলয়ের বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত

Downloaded from: www.monersathe.com

মুলতুবি রাখা হয়েছে।
যে ছেলেকে পুলিশ খুঁজছে সে তো আর এক্ষুণি বিয়ে করতে পারবে না! তাই তামিও পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থাকবে ঠিক করেছে।
সেদিনের ঘটনার পরে নিলয় আর এদিকে আসেনি। সেই বন্ধ ঘরের ভেতর কী হয়েছে সেটা একমাত্র নিলয় আর তনুই জানে।
পুলিশ ওপর থেকে নেমে গেলেও নীচে ছিল কিছুক্ষণ। মা তাই চট করে উপরে আসতে পারেনি!
পুলিশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চুপিসাড়ে বেরিয়েছিল নিলয়। কথা বলতে পারছিল না।
তাকাতেও পারছিল না তনুর দিকে। মুখ লাল করে মাথা নামিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। মা উপরে উঠছিল তখন।
নিলয়কে চলে যেতে দেখে কিছু বলেনি। হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।
তনুর কিন্তু ভাল লেগেছিল খুব। সম্পূর্ণ লেগেছিল নিজেকে। নিলয় চলে যাওয়ার আগে তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় গেলে পাব তোমায়?"
নিলয় ছোট করে বলেছিল, "শামুকে জিজ্ঞেস কোরো।"
ওদের বাড়ির কাছেই জোড়া গমকলের মোড়। তার পাশে শামুর চায়ের দোকান। রোগা, হাড় বের করা একটা লোক। বাচ্চা থেকে বুড়ো, সবাই ওকে শামুদা বলে। সারা বছর একটা চায়ের লিকার রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকে লোকটা।
ওই ঘটনার দু'দিন পরে তনু গিয়েছিল শামুর কাছে। এক দোকান লোকের মাঝে জিজ্ঞেস করেছিল, "নিলয়দাকে কোথায় পাব?"
শামু বলেছিল, "নিলয়? আমি জানব কী করে? বাড়িতে দেখো।"
"বাড়িতে তো নেই!"
শামু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলেছিল, "তা আমি কী জানি! আগে আসত চা খেতে। এখন আসে না। আর যাকে পুলিশ খুঁজছে তার খবর আমি রাখব কেমন করে?"
আর কথা বাড়ায়নি তনু। আশেপাশের লোকজন বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল।
পুলিশদের ওপর হামলার জন্য নিলয়কে খোঁজা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজন ধরা পড়েছে। সবাই নাকি নিলয়ের নামই করেছে। বলছে, ও-ই নাকি এর পান্ডা!
মলয়কাকু এখন আগের চেয়ে ভাল আছে। তবে কাজে যোগ দিতে সময় লাগবে আরও একটু। কুটু এখন খুব একটা আসে না ওদের বাড়ি। নিলয়ের সঙ্গে দিদির সম্পর্কটা ও জানে। তাই হয়তো রেগে আছে!
এই অল্প দিনেই জীবনটা কেমন যেন ঘেঁটে গেল। আগে নিলয়কে না পাওয়ার একটা কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন অবস্থাটা অন্যরকম। কোনও নিষিদ্ধ জিনিসের ব্যাপারটা হল, যখন ঘটে তখন খুব ভাল লাগে! কিন্তু তারপরেই কেমন যেন পাথরের পর পাথর জমা হতে থাকে বুকের ভেতরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, ভয় আর কষ্ট হয় সবসময়!
কয়েকদিন কিছুতেই নিলয়ের কোনও খোঁজ পাচ্ছিল না তনু। তাই তামিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।
জিজ্ঞেস করেছিল, "দিদি, নিলয়দা কোথায় রে এখন?"
তামি বলেছিল, "জানি না। ওদের জীবনটাই তো এমন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হয়।"
"তোর দেখতে ইচ্ছে করছে না?" তনু অবাক হয়েছিল।
তামি শান্ত গলায় বলেছিল। "ইচ্ছের চেয়েও জীবনে আরও অনেক কিছু জরুরি কাজ থাকে! ও যে কাজে যুক্ত, তাতে ব্যক্তি-ইচ্ছের চেয়ে আরও অনেক বড় কিছু জড়িয়ে আছে। বুঝেছিস?"
না, বোঝেনি তনু। যত্তসব বড় বড় কথা! যেন এটা জীবন নয়, থিওরি পেপার! খালি স্ট্রিট কর্নারের মতো বক্তৃতা! ভাল লাগে না! যার জন্য চুল কেটে ফেলল, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল, তার খবর জানে না!
তামি বলেছিল, "আর সত্যি বলতে কী, ও কোথায় সেটা জানতেও চাই না এই মুহূর্তে! পুলিশ যদি আমায় জেরা করে, তখন যদি বলে ফেলি!"
এরপরের দিন সন্ধেবেলা টিউশনে পড়ে বাড়ি ফিরছিল তনু। আচমকা শামু এসে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে। শুনশান রাস্তায় বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল ও।
শামু চাপা গলায় বলেছিল, "ফিঙের পেছনের বাঙাল কলোনির বারো নম্বর বাড়ির নীচে ও আছে। মুকুল বলে একটা মেয়ে থাকে ওখানে। তুমি গেলে তোমায় নিয়ে যাবে।"
তনু স্থির হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই সুযোগে প্যাডেল করে বেরিয়ে গিয়েছিল শামু। তবে কথাগুলো কাঠ খোদাই-এর মতো কেটে বসে গিয়েছিল ওর মনে।
ফিঙে জায়গাটা খুব অদ্ভুত। একটা রাস্তার দুপাশের গাছপালা নিজেদের মাথায় জড়াজড়ি করে টানেলের মতো করে রেখেছে পথটাকে। আর সেখানে প্রচুর ফিঙে এসে বসে। সেটা পেরিয়ে এখানকার জমিদার চৌধুরীদের ভাঙা ভিটে আছে একটা। তাকে ঘিরে আছে গোলোকধাঁধার মতো এক কলোনি। লোকে বলে বাঙাল কলোনি!
পরের দিন দুপুরে সেখানের বারো নম্বর ঘরে গিয়েছিল তনু। মুকুল ওর মায়ের সঙ্গে থাকে ওখানে। গরীব বাড়ির মেয়ে। মা রান্নার কাজ করে। আর মেয়ে সেলাই করে টুকটাক।
তনু গিয়ে দাঁড়াতেই মুকুল বলেছিল, "তুমি তনু? নিলয়দা বলেছে তোমার কথা!"

পুলিশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চুপিসাড়ে বেরিয়েছিল নিলয়। কথা বলতে পারছিল না।

বাড়ির পেছন দিকে একটা পুরনো ভাঙাচোরা ঘর। সেখানে তনুকে নিয়ে গিয়েছিল মুকুল। ঘরটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল তনু। টিনের চালটা ভাঙা। ময়লা, আবর্জনা ভর্তি ঘর! এ কোথায় নিয়ে এল ওকে? ভয়ে বুকটা ঢিপঢিপ করছিল ওর। সাহস করে এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি!
মুকুল ঘরের সামনে গিয়ে পুরনো ভাঙা মুরগির খাঁচার মতো বাক্সটা ধরে সরিয়ে ফেলেছিল। একটা ছোট্ট পাটাতন।
মুকুল বলেছিল, "এর নীচে একটা ঘর আছে। বহু পুরনো। চৌধুরী পাড়ার জমিদারদের গুমঘর ছিল এখানে। মাটির তলায়। এসো।"
কলোনির মধ্যে ভাঙাচোরা বেশ কিছু পুরনো দিনের বাড়ি-ঘর আছে চৌধুরীদের। কিন্তু সেখানে যে এমন কিছু থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারেনি তনু!
মাটির তলায় হলেও, ঘরটা বেশ বড়। স্যাঁতস্যাঁতে। একটা বাল্ব জ্বলছিল। আর

www.monersathe.com
Downloaded from: www.monersathe.com

পাশের একটা চৌখুপি অন্ধকার দিয়ে আসছিল হাওয়া!
মুকুল ওকে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল। নিলয় কথা বলছিল না কোনও। শুধু ওই হলুদ মরা আলোয় তাকিয়েছিল তনুর দিকে। গালে দাড়ি। চোখের কোলে কালি। শরীরটাও রোগা লাগছে। তনু হাতের প্যাকেট থেকে ফল, মিষ্টি, চানাচুর আর বাবার থেকে সরিয়ে নেওয়া পঞ্চাশ টাকা রেখেছিল খাটের পাশের ছোট টেবিলটায়।
নিলয় কিছু না বলে ফিরিয়ে নিয়েছিল মুখ।
তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "এমনভাবে গর্তে পড়ে থাকাকে কি বিপ্লব বলে?"
নিলয় কিছু না বলে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠেছিল। রোগা পিঠটা ওঠা-নামা করছিল কান্নায়। তনু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাছে। চুলের ভেতরে আঙুল ডুবিয়ে মাথাটা টেনে নিয়েছিল বুকে!
ফিরে আসার আগে নিলয় শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "তামি ভাল আছে তো?"

তনু তাকিয়ে রইল নিলয়ের হাতের দিকে। দেখল লকেটটা। সোনার তৈরি সুন্দর একটা মাছি!

ভাল নেই, তনু ভাল নেই একদম। সেই দিনের পর আরও তিনবার গেছে ও নিলয়ের কাছে। শরীরের চেনাশুনো হলেও, নিলয় বেশি কথা বলেনি। শুধু গত পরশু আসার আগে নিলয় বলেছিল, "এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না!"
ছোট্ট একটা বাক্য। তাতেই দুটো দিন পুরো ওলটপালট হয়ে গেছে। কেন এমন কথা বলল নিলয়? তবে কি ও যেটা ভাবছিল আসলে সেটা নয়? শুধু শরীরেরই মোহ ছিল? মন একটুও ছুঁতে পারেনি ও নিলয়ের? উত্তরটা জানা খুবই দরকার! তাই তামি বেরতেই আজ বাঙাল কলোনিতে যাবে বলে বেরিয়েছে তনু। বাড়ির বাইরে মুকুলকে দেখল ও। একটা ছোট টুলের ওপর বসে বই পড়ছে। মেয়েটা অদ্ভুত। কম কথা বলে। কেন যে নিলয়কে ওরা লুকিয়ে রেখেছে কে জানে! কারা খরচ দেয় নিলয়ের জন্য?
মুকুল বলল, "তুমি?"
"নিলয়দার কাছে যাব।"
"দাদা তোমায় আসতে দিতে বারণ করেছে।"
"মানে?" দপ্ করে রাগ হয়ে গেল তনুর। বারণ করেছে মানে কী? আর সেটা যদি সরাসরি বলতে হয়, নিলয় বলবে। কোথাকার কে এক মেয়ে, তার থেকে এসব জানতে হবে নাকি?
তনু দাঁত চেপে বলল, "সরে যাও। তুমি জানো না, আমার সঙ্গে নিলয়দার কী সম্পর্ক! সরো।"
মুকুল তাকাল ওর দিকে। তারপর বিষণ্ণভাবে হাসল। বলল, "তুমি অনেক ছোট তনু। নিজের জীবনটা নষ্ট কোরো না।"
তনু কোনো উত্তর না দিয়ে হনহন করে ঢুকে গেল ভেতরে।
আজ কি ঘরের ভেতরটা একটু বেশিই স্যাঁতস্যাঁতে? ভেতরে নামার সময় কেমন যেন এক দমকা হাওয়া এসে ধাক্কা দিল তনুকে। যেন বলল, "এসো না আজ। চলে যাও।" বলল, "আজ দিনটা ঠিক নয় তনু।"
নিলয় ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার।
তনু গিয়ে দাঁড়াল সামনে। তারপর হাত রাখল শাড়ির আঁচলে।
"আজ না তনু, প্লিজ।" নিলয় টেনে টেনে বলল কথাটা। তারপর সরিয়ে নিল মুখ।
"কেন?" তনু জেদি গলায় জিজ্ঞেস করল।
"তামি," ঠোঁট চাটল নিলয়, "তামি এসেছিল গতকাল। আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"
"তো?"
"আমরা যেটা করছি সেটা ঠিক নয়। আমি তামিকে ভালবাসি তনু। তোমাকে আমার ভাল লাগে, কিন্তু সেটা ঠিক প্রেম নয়। শরীরের তো নিজের একটা টান, একটা আনন্দ থাকে। সেটাই আমায় তোমার সঙ্গে জড়িয়েছে। আসলে সেটা কিন্তু একেবারেই প্রেম নয়।"
তনু কিছু না বলে তাকিয়ে রইল। এসব কী বলছে নিলয়? ওর সঙ্গে এক হওয়ার সময় ঠোঁটে ঠোঁট কি তবে এমনি এমনি রাখল?
নিলয় আবার বলল, "তুমি আর এসো না তনু। আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু সময় থাকতে আটকাতে হবে এটাকে। তামিকে কষ্ট দিতে পারব না।"
"আর আমার কষ্ট?" তনু বলল কোনওমতে। আচমকা এত কান্না পাচ্ছে!
নিলয় বলল, "ভুলে যাবে এটা। যেতেই হবে। সবার জন্য এটাই ভাল। তোমার দিদিকে আমি আর ঠকাতে পারব না। এই দেখ।"
নিলয় বালিশের তলা থেকে একটা গোলাপি কাগজের মোড়ক বের করল। বলল, "এটা অনেকদিন আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। লকেট একটা। তামিকে দেব। তবে এখন নয়, সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর।"
তনু তাকিয়ে রইল নিলয়ের হাতের দিকে। দেখল লকেটটা। সোনার তৈরি সুন্দর একটা মাছি! যার চোখের জায়গায় দুটো নীল পাথর বসানো!
নিলয় বলল, "টেবিলে তোমার চুলের ক্লিপটা রাখা আছে। শেষের দিন ফেলে গিয়েছিলে। সরিয়ে রেখেছিলাম আমি। ওটা নিয়ে যাও। আর শোনো, আমাদের গল্প এটুকুই ছিল তনু। আর না। আর এসো না এখানে।"
তনু টেবিলের ওপরে রাখা ক্লিপটা দেখলই না! ও নিলয়ের হাতে ধরা লকেটটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। নীল রঙের পাথর বসানো লকেট। এই নোংরা হলুদ আলোতেও কী জ্বলজ্বল করছে ওই সোনা!
সোনার মাছি! কাঁঠাল গাছের ভাঁজ থেকে কখন যে ঝাঁক বেঁধে এসে হুল ফুটিয়ে দিল ওর বুকে, বুঝতেই পারল না তনু। শুধু যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে নীল হয়ে গেল ওর ভেতরটা। নীল হয়ে গেল গোটা আকাশ আর ওর এক সমুদ্র জল!

৫

দিন রাতগুলো কেমন যেন গুলিয়ে গেছে তনুর। সকাল-বিকেল-সন্ধে সব বোধ যেন চলে গেছে। ভাল করে চুল আঁচড়ায় না। খেতে ইচ্ছে করে না। সিনেমাও যেতে ইচ্ছে করে না ওর! বাবা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে! মা বকে, বলে চড়িয়ে ঠিক করে দেবে। তামি বলে, বেশি পাত্তা না দিতে, তবেই ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না তনুর। শুধু এক দীর্ঘ গোধূলি যেন বিস্তার করে আছে ওর মনের ওপর! ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, গাছে ঢাকা গুহার মতো এক রাস্তা। দেখে তার শেষে ঝোলা কাঁধে একা একা হাঁটছে

Downloaded from: www.monersathe.com

নিলয়। দৌড়ে যেতে চায় তনু। পারে না। শুধু একটা লাল আকাশ নীল হয়ে যায় ধীরে ধীরে। আর ফিঙে ওড়ে! সারা আকাশ জুড়ে সাপের জিভের মতো চেরা লেজ নিয়ে উড়তে থাকে ফিঙেরা!
মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ও! ছাদের ঘরে পুরনো আলমারির গায়ে মাথা ঠুকে কাঁদে। স্নানঘরে লোহার বালতিতে ছেড়ে দেওয়া জলের আওয়াজের তলায় মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ লুকোয় তনু।
বাইরের মারামারি, রক্ত আর বিপ্লবের পৃথিবীর থেকে ও যেন বহু দূরের কোনও গ্রহের বাসিন্দা! থেকে থেকেই ভেতরটা ফুঁপিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় নিলয়ের ঠোঁট দুটো। ওর দু' হাতের মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে থাকার সেই সব মুহূর্তগুলো। মনে হয় ওগুলো কি সত্যি ছিল? মনে হয়, আদৌ তেমন কিছু ঘটেছিল কি!
তামিকে দেখলে আজকাল রাগ হয় তনুর। মনে হয় গলা টিপে মেরে দেয়। পৃথিবীর সবটাই কি ওর জন্য? রূপ, গুণ, ভালবাসা সবটা ওর? তনুর জন্য কি কিছুই নেই? এমন কেন হল ওর সঙ্গে? নিলয় যদি ওকে জীবন থেকে বেরই করে দেবে তবে কেন কাছে এল? মাংসপিণ্ড ছাড়া ও কি নিলয়ের কাছে কিছু ছিল না!
গত সাতদিন খুব ভেবেছে তনু। তারপর ঠিক করেছে ওর কাজ। নিলয় যদি ওর না হয়, তবে তামিকেও পেতে দেবে না!
গত পরশু রাতে আইডিয়াটা মাথায় আসে তনুর। প্রথমে আমল দেয়নি। কিন্তু গতকাল দুপুর থেকে সেটাই মাথার কাছে অবাধ্য মশার মতো উড়ছে। কানের ভেতর পিনপিন করছে। যেন বলছে, প্রেমে ঠিক, ভুল, সত্যি, মিথ্যে তো কিছু হয় না! বলছে, তোর কি ভাল লাগবে যদি নিলয় আদর করে তামিকে? তুই বাকি জীবন দেখতে পারবি তো যে নিলয় তামিকে পাশে নিয়ে এসে হাসিমুখে ঢুকছে তোদের বাড়ি? আর তামি কে? দিদি হলেও, সবসময় তো বাংলা ছবির নায়িকার মতো করে থাকে মুখটা। যেন কথা বলতে গেলেও সেক্রেটারির পারমিশন লাগবে। এত কীসের অহংকার তামির? নিজের বোনকে তাচ্ছিল্য করে কোন মানুষে?
আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল তনু। আজ চুল বেঁধেছে ও। মুখে স্নো মেখেছে একটু। কুমকুমের টিপ পরেছে। তামির মতো সুন্দরী না হলেও, তনু জানে ওর নিজের একটা রেডিয়েশান আছে। এমনি এমনি তো আর নিলয় জড়িয়ে পড়েনি!
"কোথায় যাচ্ছিস?" মা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।
"কাজ আছে একটু।" তনু গম্ভীর গলায় বলল।
"কী কাজ শুনি?" মা ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।
মা সবসময় এমন করে কী আনন্দ পায় কে জানে! এত প্রশ্ন কেন? ও কি কচি খুকি নাকি?
"কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না?" মা ঝাঁঝিয়ে উঠল।
"কানে গেলেই যে উত্তর দিতে হবে তার মানে আছে?" তনু ছিটকে উঠল।
"কী? কী বললি?" মা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।
তনু সামলাল নিজেকে। মাথা গরমটা এখানে এভাবে দেখালে চলবে না। মা বেরতেই দেবে না ওকে তবে। ঘরে আটকে রাখবে। তারপর বাবা এলে ইনিয়ে-বিনিয়ে নালিশ করবে। আর বাবাও বকবে ওকে। ও তো আর তামি নয় যে বাবা ছেড়ে দেবে!

তামিকে দেখলে আজকাল রাগ হয় তনুর। মনে হয় গলা টিপে মেরে দেয়। রূপ, গুণ, ভালবাসা সবটা ওর?

তনু বলল, "কুটুদের বাড়িতে যাব। মলয়কাকুকে দেখতে।"
"সেটা বললেই হয়," মাও যেন নিজেকে সামলাল, "আজকাল তোদের সবার এত মেজাজ হয়েছে কেন রে? আমি কি তোদের কেনা বাঁদি নাকি? সবাই আসবি, মেজাজ দেখাবি, চলে যাবি? আমি কি তোদের জন্য চাকরানির কাজ করতে এসেছি?"
তনু কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।
মা বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরবি। যা অবস্থা পাড়ার। সন্ধের আগেই চলে আসবি। বুঝেছিস!"

কুটুদের বাড়ি এই পাড়ারই অন্য মাথায়। কুটু বাড়িতেই ছিল। মলয়কাকু এখন অনেকটা ভাল। তবে কাজে জয়েন করেননি এখনও।
তনুকে দেখে কুটু অবাক হয়ে গেল। হাসল। এসে জড়িয়ে ধরল আপন করে। সাতদিন তো কুটুর সঙ্গেও দেখা করেনি ও। কথাও বলেনি!
কুটু বলল, "কেমন আছিস পাগলি? এমন চেহারা করেছিস কেন?"
তনু মাথা নিচু করে রইল। সাতদিনে এই প্রথম কেউ ভালবেসে কথা বলল ওর সঙ্গে। আচমকা যেন সমুদ্র চলকে গেল! চোখের কোণ দিয়ে দু এক ফোঁটা লবণ-জল গড়িয়ে এল বাইরে।
"কী হয়েছে?" কুটু অবাক হয়ে তাকাল তনুর দিকে।
নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাল তনু। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তোদের এই ক'দিন খুব কষ্ট হয়েছে না রে?"
"কীসের কষ্ট?"
"এই যে মলয়কাকুর এমন হল! এত টেনশন গেল! তোদের খুব অসুবিধে হয়েছে না?"
কুটু সময় নিল একটু। তারপর বলল, "আমার বাবা খুব সৎ মানুষ। পুলিশের কাজটাও সৎভাবে করে। কারও ওপরে পুলিশ হওয়ার কর্তৃত্ব খাটায় না। সেখানে এমন করে ওরা বাবাকে মারল? বাবা শ্রেণী শত্রু? মানুষকে প্রোটেকশান দেওয়া কি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা বল? বাবা মারা গেলে আমাদের কী হত? ভাইটা ছোট। মা পড়াশুনো করেনি খুব বেশি। আমিও সবে ক্লাস ইলেভেন! কী হত বল আমাদের? রাতে আমি আর মা জেগে বসে থাকতাম জানিস। ভয় লাগত। এখনও লাগে। মনে হয়, কাজে বেরলে ওরা যদি আবার মারে বাবাকে! এবার যদি একেবারে..."
তনু হাতটা ধরল কুটুর। তারপর তাকাল ওর দিকে। বলল, "রাগ হয় তোর?"
কুটু চোয়াল শক্ত করে বলল, "আমার যদি ক্ষমতা থাকত..."
"শোন কুটু," তনু তাকাল ওর দিকে, "আমি মলয়কাকুকেই বলতে পারতাম, কিন্তু দিদি জড়িয়ে আছে বলে বললাম না। তোকে বলছি। নিলয়দা অস্বীকার করলেও সবাই জানে যে মলয়কাকুদের ওপর হামলায় হাত ছিল নিলয়দার। ওদের গ্রুপের তিনজনকে ধরলেও নিলয়দাকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।"
কুটু ভুরু কুঁচকে বলল, "হ্যাঁ জানি তো!

www.monersathe.com

Downloaded from: www.monersathe.com

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি নিলয়দা এমন করবে। তোর সঙ্গে আমাকেও তো অঙ্ক দেখিয়ে দিয়েছে কতবার। সেই কিনা আমার বাবাকে.... শালা, একবার পেলে....."

"ফিঙের ওপারে, বাঙাল কলোনির বারো নম্বর ঘর। তার পেছনে ভাঙাচোরা চৌধুরীদের পরিত্যক্ত ভিটে আছে একটা। তার মাটির তলার গুমঘরে লুকিয়ে আছে নিলয়দা। মলয়কাকুকে গিয়ে বল। আজই ফোর্স পাঠিয়ে ধরে ফেলবে শয়তানটাকে।"

"কী বলছিস তুই?" কুটুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

তনু বলল, "বল মলয়কাকুকে। বল শয়তানটাকে ধরতে। বল কুটু। এ সুযোগটা ছাড়িস না কিছুতেই। বুঝলি?"

কুটু কোনও কথা বলতে পারল না। তাকিয়ে রইল তনুর দিকে।

তনু বুঝল না কুটু কী দেখছে। বুঝলে জানত ও দেখছে গোধূলির মধ্যে

আগুনের মতো ঝলসাচ্ছে তনুর চোখ মুখ। সোনার ভেতরে লুকোনো বিষ দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে কুটু!

কেমন আগুনের মতো ঝলসাচ্ছে তনুর চোখ মুখ। সোনার ভেতরে লুকোনো বিষ দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে কুটু!

৬

এক একটা সকাল আসে মেঘ মাথায় নিয়ে। মনে হয় কে যেন এক গামলা ঘোলা জল ঢেলে দিয়েছে আকাশে। আর সেই রঙ সারাদিন ধরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে যাচ্ছে সবার মধ্যে।

বালিশে মাথা রেখেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল তনু। চোখের কোণে গত রাতের জলের দাগ কি এখনও রয়েছে? সারারাত তো কেঁদেছে ও। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে!

ক'টা বাজে এখন? গরমের ছুটির পরে স্কুল খুলেছে সবে। কিন্তু ও আজ যাবে না স্কুলে। শরীরটা ভাল নেই। তার চেয়েও বড় কথা মনটাই যে চাইছে না কিছু করতে!

দিদির বিছানা খালি। তামিকে কাল মা নিয়ে শুয়েছে। কেমন যেন লোহা-পাথরের তৈরি মানুষ হয়ে গেছে তামি। কথা বলছে না কারও সঙ্গে। কাঁদছেও না! কোনও রিঅ্যাকশান দিচ্ছে না। বাবা, মা অনেক করে বলেছে স্বাভাবিক হতে। কিন্তু তামি শুনছেই না কারও কথা। মনে হচ্ছে আদৌ কি শুনতে পায় ও?

গতকাল রাত নটা নাগাদ খবরটা পেয়েছে ওরা।

রেডিওতে খবর শুনছিল বাবা। মা রান্না সেরে এসে সবে বসেছিল খাটে। তখনই সদর দরজায় ধাক্কা দেয় কেউ!

বাবা উঠে গিয়ে খুলে দিয়েছিল দরজাটা। আর হুড়মুড় করে ডিকো এসে ঢুকেছিল ঘরে।

"কী রে, তুই? কী হয়েছে?" বাবা উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

ডিকো উজ্জ্বল মুখ করে বলেছিল, "ধরা পড়ে গেছে শয়তানটা!"

"কে? কোন শয়তান?" মা অবাক হয়েছিল খুব!

"ওই যে নিলয়!" হেসেছিল ডিকো, "বাঙাল কলোনির ভেতরে ঘাপটি মেরে ছিল। আজ সন্ধেবেলা পুলিশ পুরো কলোনি ঘিরে ধরে কোম্বিং করে বের করেছে! সঙ্গে একজন মেয়েও ধরা পড়েছে। এক বৃদ্ধাও ছিল। কিন্তু তাকে পুলিশ ধরেনি। ওরাই শেল্টার দিয়েছিল।"

বুকের ভেতরে হুড়মুড় করে কী যে ভেঙে পড়েছিল সেটা বুঝতে পারেনি তনু। কিন্তু তীব্র একটা যন্ত্রণা আচমকা অবশ করে দিয়েছিল ওকে। ও দেখছিল তামি থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত গোঙানির মতো শব্দ করছে!

বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল তামিকে। মাও গিয়ে বসেছিল পাশে।

ডিকো এবার বুঝেছিল ভাল খবর শোনাতে এসে কী ঘটনা ঘটে গেছে। ও আর দাঁড়ায়নি। দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে।

তনু চোখের জলটাকে আটকাবার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরে মাধ্যাকর্ষণ কাজ করছে না। গা গুলোচ্ছিল ওর। মাথা ভারি লাগছিল! এটা কী করল ও? কেউ তো জানবে না, কিন্তু ওকে তো সারা জীবন এই দায় মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। দিদির দিকে কি তাকাতে পারবে কোনোদিন?

ওর মনে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। কিন্তু মা আর বাবা তাকায়ইনি ওর দিকে। দিদিকে ধরে বসেছিল দুজন।

তারপর কখন যে ও দোতলায় এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঠিক মনে নেই।

এখন সকালে উঠে মেঘ করে থাকা আকাশটা দেখে মনটা যেন আরও বসে গেল। কী যে করল ও! রাগে, হিংসেয় এটা কী করল তনু?

তনু ভাবত ও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে নিলয়কে। ওর জন্য শরীর, মন কেমন যেন উতলা হয়ে থাকত। কেমন যেন 'নেই নেই' লাগত সবকিছু। কিন্তু ও যা করল, তাতে তো এটাই প্রমাণ হল যে তনু আসলে নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করেছে। নিলয় নয়, আসলে নিজেকেই সবচেয়ে ভালবেসেছে ও।

তনু তো জানত নিলয় ভালবাসে তামিকে। তা সত্ত্বেও ও তো শরীরের জালে নিজেই জড়িয়েছিল নিলয়কে। ভেবেছিল এভাবে বোধহয় অন্যের শ্বাস চুরি করে বেঁচে থাকবে। কিন্তু তা যখন হল না, ও কী করল? পুলিশে ধরিয়ে দিল ছেলেটাকে? ওর জীবনের শশী কপূরকে নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলল!

"তনু, উঠেছ? নীচে চলো। মা ডাকছে।" ঝুমাদি এসে দাঁড়াল দরজায়।

তনু সময় নিয়ে উঠল এবার। চোখের কোণটা মুছে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল ধীরে ধীরে। কাল রাতে খায়নি। কিন্তু খিদেও পায়নি তা বলে। বরং মুখটা কেমন যেন তেতো হয়ে আছে।

বাবা আজ আর কলেজে যায়নি। তামির পাশে বসে রয়েছে। মাও কেমন যেন বিষণ্ণ। তনুর মনে হল এ বাড়িতে ও অনাহূত। কেউ ওকে চায় না। অন্যদিন হলে রাগ হত তনুর। কিন্তু আজ মনে হল, ঠিক হয়েছে! ওর সঙ্গে এমনটাই হওয়া উচিত!

মা বলল, "খাবি না? কাল রাতে তো কিছুই খাসনি।"

তনু সময় নিল একটু। তামিকে দেখল। নিথর হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। দেখে ভয় লাগল তনুর। ও ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, "দিদি কিছু খেয়েছে?"

মা মাথা নাড়ল, "আমার কপাল সব। তখনই জানতাম এ ছেলেকে নিয়ে একটা

Downloaded from: www.monersathe.com

অশান্তি হবে। আর...”
“চুপ করো।” আচমকা বাবা চাপা গলায় ধমক দিল একটা, “এখন এসবের সময়? ছেলেটার কথা ভাব। ওর মায়ের কথা ভাব। এখন এসব বলছ?”
মা চুপ করে গেল।
তনু জিজ্ঞেস করল, “নিলয়দার কী হবে বাবা?”
বাবা তাকাল তনুর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আর তো কিছু হওয়ার নেই রে মা!”
“মানে?” তনু কী বলবে বুঝতে পারল না।
বাবা যেন আরও আঁকড়ে ধরল তামিকে। তারপর বলল, “আজ সকালে ও নাকি পুলিশ কাস্টডি থেকে পালাতে গিয়েছিল। তখন... তখন পুলিশ গুলি করে...”
তনু শুনতে পারল না আর। চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল নিমেষে। মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে ও বুঝতে পারল সারা জীবনের মতো কাউকে ভালবাসার যোগ্যতা, ক্ষমতা আর অধিকার এক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে ও।
বুঝতে পারল সোনালি হলেও বোলতা আসলে বিষাক্ত হুলের একটা প্রাণী। ঠিক ওর মতো!

২০১৩। আলিপুর

কাল শিলুর বিয়ে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন যেন উপচে পড়ছে। বিলু তো ঢুকেই চাপা গলায় বলেছিল, “এ তো একটা গোটা ডিস্ট্রিক্ট-এর লোক এসে গেছে দেখছি! এত খরচ করছ, ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন এল বলে!”
একটা লাল খাতায় সব নোট করা থাকে তনুর। কালকের জন্য কিছু বাদ গেল কি না সেটা আরেকবার চোখ বুলিয়ে খাতাটাকে বেড সাইড টেবিলে রাখল ও। চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখল খাতার ওপর।
মোহনের নাক ডাকার শব্দ আসছে পাশ থেকে। কাল মেয়ের বিয়ে। মেয়ে চলে যাবে এবার। এই নিয়ে বেশ কান্নাকাটি করেছে মোহন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে! অদ্ভুত মানুষ! বেশ সোজাসাপ্টা। ভালই!
দীর্ঘশ্বাস পড়ল তনুর।
তামিকে কতদিন পরে দেখল ও! সেই ছোট্টবেলার দিদি। চালতার আচার ভাগ করে খাওয়া। এক সঙ্গে গান গাইতে বসা, বকুনি খাওয়া, আর নিলয়! কত যে স্মৃতি! কিন্তু আজ দেখে মনে হল যেন অচেনা মানুষ। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও যে কেউ

তনু সময় নিল একটু। তামিকে দেখল। নিথর হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। দেখে ভয় লাগল তনুর।

এমন সুন্দর থাকতে পারে তামিকে না দেখলে জানতেই পারত না ও!
শুধু চুল পেকেছে কিছু আর হাল্কা নীল কাচের রিমলেস চশমা উঠেছে চোখে। বাকিটা যেন একইরকম। সেই চুপ করে থাকা। সেই গম্ভীর মুখ!
দিদিকে প্রণাম করতে গিয়েছিল তনু। দিদি নেয়নি। সামান্য হেসে আটকে দিয়েছিল।

Downloaded from: www.monersathe.com

তারপর দু-একটা ছুটকো-ছাটকা কথা ছাড়া কোনোরকম কথাও হয়নি।
বিলুই যা কথা বলছিল তামির সঙ্গে। শিলু আর মিলুও খুব একটা কাছে ঘেঁষেনি। আসলে তামির সেই আগুন দিয়ে তৈরি পরিখাটা এখনও রয়ে গেছে!
কিন্তু সেটা ভেঙে কী করে যে নিলয় গিয়েছিল ওর কাছে, ভাবতে আজও অবাক লাগে তনুর। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে পুলিশের গুলিতে নিলয়ের মারা যাওয়ার পরের দিনগুলো। তামি যে কী চুপ করে গিয়েছিল! সবার থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। খাওয়া-দাওয়াও প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল।
পাক্কা এক বছর লেগেছিল বাবার, তামিকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। তারপর শুধু পড়াশুনো আর পড়াশুনো। কলেজে পড়ানো। বিদেশ। উন্নতি। কিন্তু বিয়ে করল না আর। বাবা, মা, আত্মীয় পরিজন সবাই কত্ত বলেছিল। কিন্তু তামিকে টলানো যায়নি!
তনুর নিজেকে অপরাধী লাগে! প্রচন্ড কষ্ট হয়। এতটা স্বার্থপর ও হল কী করে? যদি ও সেদিন না বলত কুটুকে তবে তো আর... তামিকেও তো তবে...
ভাবতেই পারে না তনু। বোঝে সেই কাঁঠাল গাছের ভাঁজে তৈরি হওয়া চাকটা আসলে রয়ে গেছে ওর বুকের ভেতরে। সোনার মাছিগুলো নিরন্তর হুল ফুটিয়ে নীল করে দিচ্ছে ওকে।
কিন্তু আর না। এই বিষ আর বইতে পারছে না তনু। এই যে তামিকে দেখতে পেল এবার, হয়তো জীবনে এই শেষবার দেখতে পেল ওকে। হয়তো আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। তাই এটাই সুযোগ। নিজের পাপের কথা, স্বার্থপরতার কথা বলে ওই চাকটাকে ভেঙে দিতে হবে। নিজের চোখে আর কতদিন ছোট হয়ে থাকবে ও!
দোতলার পূর্ব দিকের বড় ঘরটায় তামিকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তনু উঠল। গলার থেকে লকেটটা খুলে নিল হাতের মুঠোয়। পুলিশ নিলয়কে ধরার সঙ্গে সবকিছুই বাজেয়াপ্ত করেছিল। শুধু মুকুলের মায়ের কাছে তার আগেই এই লকেটটা সরিয়ে দিয়েছিল নিলয়। পরে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তনু। খুব কাঁদছিলেন উনি। একমাত্র সম্বল মেয়েকেও যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশে! তখন ওই লকেটটা তনুকে দিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। বলেছিলেন, "নিয়ে যাও এই পাপের জিনিস। এ আমি রাখব না।"
সেদিন থেকে এটা নিজের কাছে রেখেছে তনু। বুকের কাছে রেখেছে।
নিলয়কে ধরিয়ে দিয়েছিল ও। রাগের থেকেই করেছিল কাজটা। কিন্তু ভুলতে তো পারেনি। ভাবলে অবাক লাগে, ভালবাসাটাও মরেনি আজও! এখনও, এতদিন পরেও নিলয়ের মুখটা মনে পড়লে বুকের ভেতর কেমন যেন টলে যায় সবকিছু! কষ্ট, প্রেম আর অপরাধবোধে কেমন যেন নিচু হয়ে আসে মাথা। ওর পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ হারায় ক্ষণিকের জন্য! কিন্তু আজ সেইসব কাটিয়ে ওঠার সময়। বিষের বোঝা নামিয়ে ফেলার সময়!
হয়তো তামি রাগ করবে। হয়তো খারাপ কথা বলবে। কিন্তু এই সুযোগ আর ছাড়তে চায় না তনু! একটা অন্যায়কে বইবার মতো জোর যে আর ওর নেই!
ঘরের ভেতরে আলো দেখে আশ্বস্ত হল তনু। যাক, তামি এখনও ঘুমোয়নি। ও ভাবল দরজায় নক করবে কি?
"কে?" ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্নটা এল। সামান্য সময়ের জন্য কেঁপে উঠল তনু। তামি কি বুঝতে পেরেছে ও এসে দাঁড়িয়েছে? পর্দাটা তো ভারি! তাও বুঝতে পেরেছে!
"তনু?"
"হ্যাঁ, দিদি.... " তনুর গলা শুকিয়ে গেল নিমেষে।
"আয় ভেতরে আয়।"
তনু পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল। বড় একটা স্যুটকেস খোলা আছে বিছানায়। একটা চাদর সরিয়ে তামি হাত দিয়ে চাপড়াল বিছানাটা, "বোস।"
তনু বসে তাকাল তামির দিকে, কোনোমতে জিজ্ঞেস করল, "এখনও ঘুমোসনি?"
"এটা তোর জন্য এনেছি।" তামি একটা বাক্স এগিয়ে দিল তনুর দিকে, "দেখ, পছন্দ হয়েছে কি না!"
তনু কালো ভেলভেটের বাক্সটা খুলে স্থির হয়ে গেল। হিরের নেকলেস! সার দিয়ে বসানো হিরে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।
"তোকে বেশ মানাবে। একটু গলায় দে। দেখি।"
তনু নেকলেসটা ধরে বসে রইল। ভেতর থেকে পাক দিয়ে উঠছে কান্না। গলার কাছটা ব্যথা হয়ে আছে একদম। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরে।
"কী রে? পর, দেখি।"
নেকলেসটা হাতে নিল তনু। কিন্তু পরতে পারল না। অদ্ভুত এক কান্নার ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিল ওকে।
"কী হল?" তামি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, "কী রে তনু? কাঁদছিস কেন?"
নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে তনুর পাশে দাঁড়াল তামি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "পাগলি, কী হল? এখনও একটুও বদলালি না?"
"দিদি," তনু মুখ তুলল এবার, "আমি... আমি...."
"কী হয়েছে?"
"নিলয়দা..." তনুর গলা বুজে এল যেন, "আমি কুটুকে.... আমি জানতাম ও কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই কুটুকে বলে দিয়েছিলাম.... ও তোকে ভালবাসত। আর আমি ভালবাসতাম ওকে..... সহ্য করতে পারিনি রে.... তাই.... তোর জীবনটা...."
তনু জড়িয়ে ধরল তামিকে। শরীরে মুখ গুঁজে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।
তামি স্থির হয়ে আছে । শরীর যেন পাথর। তনু আবার মুখ তুলল, "তোকে হিংসে হত আমার! সব কেন তুই পাবি! কেন নিলয়দাকেও তুই... তাই.... কিন্তু এটা যে হবে.... তোর গোটা জীবনটা যে এভাবে নষ্ট হবে... আমি ভাবতেই পারিনি...."
মুঠো খুলে এবার সোনার মাছির মতো দেখতে লকেটটা বের করল তনু। অসহায়ের মতো তামির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা আসলে তোর রে, তোর। তোর জন্য নিলয়দা রেখেছিল। ওর অ্যারেস্টের পর আমি গিয়ে নিয়ে আসি মুকুলের মায়ের থেকে। আমি চোরের মতো কাজ করেছি। তোর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি একেবারে.... আর তুই..."
তামি দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। তারপর আলতো করে হাত দিল তনুর মাথায়। বলল, "পাগলি।"
"হ্যাঁ?" তনু তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে।
"আমি জানি রে তনু। সবটাই জানি। নিলয়ের কাছেই তোর চুলের ক্লিপ

নিলয়ের মুখটা মনে পড়লে কেমন যেন টলে যায় সবকিছু! কষ্ট, প্রেম আর অপরাধবোধে নিচু হয়ে আসে মাথা।

Downloaded from: www.monersathe.com

দেখেছিলাম আমি। ধরা পড়ে গিয়েছিল ও। আমার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। বলেওছিল তোদের সম্পর্কের কথা। এও বলেছিল যে ও তোকে সরে যেতে বলেছে। শেষ করে দিয়েছে তোদের সম্পর্ক। আমি ওর সামনে কিছু না বললেও, মেনে নিতে পারিনি রে। তোদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারিনি। আমার ঘুম আসত না। খেতে পারতাম না। বুকের ভেতর বিষ ঘুরত শুধু। এমন সময় একদিন কুটু এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল তুই কী বলেছিস ওকে। বলেছিল, তুই চাস যেন নিলয়কে পুলিশে ধরে! কিন্তু জানিস তনু, ও কিন্তু মলয়কাকুকে কিছু বলেনি। নিলয়ের ব্যাপারে তুই খবর দিয়েছিস বলে ও এসেছিল আমার কাছে। সাবধান করতে এসেছিল। তারপর...” তামি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “তারপর তো কুটু চলে গেল। কিন্তু আমি ভুলতে পারলাম না ব্যাপারটা। আমার ভেতরের রাগ, যন্ত্রণা, প্রতাড়িত হওয়ার জ্বালা আমায় তাড়িয়ে মারছিল। ভাবছিলাম কী করে শিক্ষা দেব নিলয়কে। কী করে প্রতিশোধ নেব! তাই আমি গেলাম মলয়কাকুর কাছে। কুটুকে লুকিয়ে গেলাম। তারপর বলে দিলাম কোথায় লুকিয়ে আছে নিলয়। আর বললাম আমার নাম যেন না আসে!”

তনু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তামির দিকে। এটা কী বলছে দিদি? ও নিজে ধরিয়ে দিয়েছে নিলয়কে! যাকে এত ভালবেসেছে! যার জন্য ও এমন সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাল, তাকে ও নিজে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে! আর কুটু! সেও গোটা ব্যাপারটা লুকিয়েছিল ওর থেকে!

আকাশটা দেখে মনটা যেন আরও বসে গেল। কী যে করল ও! রাগে, হিংসেয় এটা কী করল তনু?

তামি লকেট সমেত তনুর হাতটা ধরল। তারপর বলল, “আমাদের গল্পটা এটুকুই রে! আমিও ভালবাসতে পারিনি সব দিয়ে, তুইও পারিসনি! নিলয় হয়তো পেরেছিল। তাই সত্যি কথা বলেছিল আমায়! এটা নিয়ে আর মনখারাপ রাখিস না। কারণ তুই নোস, আসল বিষ আমার। সেটা নিয়েই আমায় বাঁচতে হবে। সারা জীবন একা, নির্জনে, নিজের পাপে বন্দি হয়ে বাঁচতে হবে।”

তনু আর তামি চুপ করে বসে আছে এখন। কোনও কথাই বলছে না আর! যোজনব্যাপী নিস্তব্ধতার প্রান্তরে শুধু দুই বোন ধরে রয়েছে দুজনকে। রাত বেড়ে চলেছে। অল্প হাওয়ায় কাঁপছে বাইরের গাছগুলো। বাইরের শিরীষ গাছ বেয়ে সর্‌সর্‌ করে চাঁদ উঠে যাচ্ছে আকাশে। আর দুজনের মনের ভেতর বসে রয়েছে ছেলেটা। মাটির নীচের আবছা ঘরে বসে রয়েছে গরীবের শশী কপূর। সে হাসছে। আর মুঠোয় ধরে রাখছে তার বড় আনন্দের, বড় কষ্টের সোনার এক মাছি!

অলংকরণ: অমিতাভ চন্দ্র

www.monersathe.com

Downloaded from: www.monersathe.com